মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

www.jessoreboard.gov.bd

নথি নং -বিঅ-৬/৩৮৫২/৩৭.১১.৪০৪১.৫০১.০১.৬.২০.১২০৫৭

তারিখ: ০৮-০৯-২০২২

বিষয়: তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল প্রসঙ্গে।

সূত্র : অভিযোগকারীর ১৬-০৮-২০২২ তারিখের আবেদন (আইডি- (১৭৭৬৭)

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলাধীন দামোদর এম এম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চলমান ম্যানেজিং কমিটির দাতা সদস্য জনাব প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী-এর অবৈধভাবে দাতা সদস্য হওয়া এবং তার প্রেক্ষিতে সভাপতি মনোনয়ন পাওয়ার বিষয়ে জনাব এস এম ইসমাইল হোসেন বাবলু একটি অভিযোগ দাখিল করেছেন। উক্ত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তপূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন অতিসত্বর নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

০৮-০৯-২০২২
(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।
02477762705

জেলা শিক্ষা অফিসার
খুলনা।

সংযুক্তি: অভিযোগের ছায়ালিপি

নথি নং-বিঅ-৬/৩৮৫২/৩৭.১১.৪০৪১.৫০১.০১.৬.২০.১২০৫৭ (৬)

তারিখ: ০৮-০৯-২০২২

অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১। জেলা প্রশাসক, খুলনা।
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলতলা, খুলনা।
৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ফুলতলা, খুলনা।
৪। প্রধান শিক্ষক, দামোদর এম এম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দামোদর, ফুলতলা, খুলনা।
৫। অভিযোগকারী, জনাব এস এম ইসমাইল হোসেন বাবলু (০১৭১১-৫৭৫৭৬৬), দামোদর, ফুলতলা, খুলনা।
৬। অফিস নথি।

০৮-০৯-২০২২
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
02477762705

বরাবর,

বিদ্যালয় পরিদর্শক

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

যশোর।

বিষয়ঃ অবৈধভাবে দাতা সদস্য হওয়া এবং তৎপ্রেক্ষিতে সভাপতি মনোনয়ন পাওয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল প্রসংগে।

জনাব,

যথাযথ সম্মান পূর্বক নিবেদন এই যে, খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলাধীন দামোদর এম এম মাধ্যমিক বিদ্যালয় একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি অতি প্রাচীন এবং উপজেলার মধ্যে সেরা। কিন্তু প্রধান শিক্ষকের অদূরদর্শীতার কারণে বিভিন্ন অনিয়ম ঢুকে পড়েছে। কোভিড-১৯ এর সময়ে ২০/০৯/২০২০ তারিখ থেকে ২৯/০৪/২০২২ তারিখ পর্যন্ত ৩ বার এডহক কমিটি হয়েছে। এডহক কমিটি চলমান থাকা অবস্থায় এবং করোনা কালীন প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা অবস্থায় প্রফুল্য কুমার চক্রবর্তী এবং অনিরুদ্ধ কুমার ঘোষ ২৪/০২/২০২১ তারিখে প্রতিষ্ঠানের দাতা ক্যাটাগরির ভোটার হওয়ার জন্য ব্যাংকে ২০,০০০/- টাকা করে জমা দেন। উল্লেখ থাকে যে ৩ বার এডহক কমিটি হয়েছে ১ম বার যখন এডহক কমিটি হয় তখন প্রফুল্য কুমার চক্রবর্তী নিজেই সভাপতি ছিলেন এবং একই তারিখে উক্ত দুইজনের নামে টাকা জমা দেন। অথচ আমি নিম্নসাক্ষরকারী নিয়মিত কমিটি থাকাকালীন ২৫/০৩/২০২০ তারিখে ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে দাতা সদস্য হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করি। নিয়মিত কমিটি গঠনের জন্য দাতা শ্রেণীর ভোটার তালিকায় আমার নামের পাশে উক্ত দুইজনের নাম দেখে আমি হতবাক হই এবং সাথে সাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর অভিযোগ দাখিল করি। প্রফুল্য কুমার চক্রবর্তী আইনের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে দাতা সদস্য থেকে যান এবং নিয়মিত কমিটির সভাপতি হন, যা স্পষ্ট বে-আইনি। ইতিমধ্যে ফুলতলা উপজেলার অন্য একটি বিদ্যালয় আলকা মিলনী মা/বিদ্যালয়ে এরুপ ঘটনা ঘটায় আপনার শরনাপন্ন হওয়ায় আপনি ১৬/০৬/২০২২ তারিখে বি অ-৬/৩৮৫৩/৩৭.১১.৪০.৪১.৫০১.০১.০১.৬.২০.১১২০২ নং স্মারকে প্রবিধান- ২০০৯ এর ২(চ) ধারা লংঘিত হওয়ায় এডহক কমিটি থাকাকালীন কেউ টাকা জমা দিয়ে দাতা সদস্য হতে পারবেননা বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন।

অতএব প্রফুল্য কুমার চক্রবর্তীর অবৈধভাবে দাতা সদস্য হওয়া এবং তৎপ্রেক্ষিতে সভাপতি মনোনয়ন পাওয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করতঃ তার দাতা সদস্য ও সভাপতি পদ খারিজ করার জন্য ন্যায় বিচার আশা করছি।

বিনীত নিবেদক

Hossain

এস. এম. ইসমাইল হোসেন বাবলু

দাতা সদস্য [illegible]

০১৭১১ ৫৭৫৭৬৬

জ্ঞাতার্থে অনুলিপি প্রেরিত হল।

১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলতলা, খুলনা।

২) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ফুলতলা, খুলনা।